The Reign of Ashok(273-232 B.C)

By Jaydeb Mandal
Assistant Professor in History, GGDC, Chapra
For 2nd sem History(Hons) Students

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক ২৭৩ খ্রীঃ পূঃ সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর শিলালিপিতে নিজেকে 'দেবনামপ্রিয়' এবং 'প্রিয়দর্শী' নামে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হয় ২৬৯ খ্রীঃ পূঃ। অনেকে মনে করেন অশোক তাঁর ৯৯ জন ভাইকে হত্যা করে জোড়পূর্বক সিংহাসনে বসেছিলেন। তাই তাকে চন্ডাশোক বলা হত। কিন্তু এ বিষয়ে বিতর্ক আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজত্বকালের প্রথম চার বছর সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

অশোকের পারিবারিক জীবনঃ

প্রথম জীবনে অশোক তাঁর পিতার আদেশে উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন। পরে তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তাঁর পিতা বিন্দুসার তাকে সেখানে পাঠায়। অশোক তাঁর নিজ যোগ্যতায় তক্ষশীলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পাটলিপুত্রে সিংহাসন বসেন। তাঁর মাতার নাম ছিল ধর্মা বা সুভদ্রাঙ্গি। এলাহাবাদ লিপি থেকে জানা যায় অশোকের একাধিক পত্নী ছিল, তাঁর প্রথম পত্নী ছিলেন দেবী এবং কারুবাকি ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পত্নী। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন শৈব ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর উপাস্য দেবতা ছিলেন ‘মহেশ্বর’।

অশোকের রাজ্যজয় নীতি ও কলিঙ্গ যুদ্ধঃ

অশোক সিংহাসনে বসে প্রথমদিকে তাঁর পিতা ও পিতামহ যথাক্রমে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসারের মতই সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মন দেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল কলিঙ্ক যুদ্ধ। খ্রীঃ পূঃ ২৬০ মতান্তরে ২৬১ অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের অষ্টম বছরে অশোক কলিঙ্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের কারণঃ

কলিঙ্গ বলতে উড়িষ্যা ও গঞ্জাম জেলার কিছু অংশ বোঝায়। অশোকের শিলালিপি থেকে তাঁর কলিঙ্গ জয়ের সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিকরা কলিঙ্গ জয়ের যে কারণগুলি উল্লেখ করেন সেগুলি হল-

১। কলিঙ্গ নন্দরাজাদের আমলে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের আমলে তা মগধের শাসন থেকে মুক্ত হয়। তাই অশোকে পুনঃরায় কলিঙ্গকে মগধের সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে চান।

২। অশোকের দক্ষিণ ভারতে প্রবেশের স্থলপথ ও জলপথ দুই-ই নিয়ন্ত্রণ করত কলিঙ্গ। তাই অশোক সেই বাঁধাকে অতিক্রান্ত করতেই কলিঙ্গ জয় করেন।

৩। কলিঙ্গ রাজ্য সেই সময় সামরিক দিক থেকে তার শক্তি বাড়িয়েই যাচ্ছিল। প্রতিবেশী রাজ্যের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি অশোক মেনে নিতে পারেনি।

৪। এছাড়াও সেই সময় কলিঙ্গ, মগধের সামুদ্রিক বানিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত কারণে অশোক কলিঙ্গ অভিযান করেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্বঃ

অশোক তাঁর ত্রয়োদশ শিলালিপিতে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিয়েছেন। এই যুদ্ধে কিলিঙ্গবাসীরা প্রবল বিক্রমে বাধা দিয়েও পরাজিত হন। কলিঙ্গ যুদ্ধে ১ লক্ষ কলিঙ্গবাসী নিহত ও ১.৫ লক্ষ লোক বন্দী হন। কলিঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং এর রাজধানীর নাম হয় তোসালি।

এই যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা উপললুব্ধি করে অশোকের মন জগতের পরিবর্তন ঘটে। তাঁর ত্রয়োদশ শিলালিপি থেকে জানা যায় এই যুদ্ধের পর তিনি যুদ্ধনীতি পুরোপুরি ত্যাগ করেন ধর্মনীতি গ্রহণ করেন। এরপর থেকে তিনি ধর্ম বিজয় পর্বের সূচণা করেন।

অশোকের ধর্মবিজয় নীতি (ভেরীঘোষকে ধম্মঘোষে রূপান্তর)ঃ

- অশোকের ত্রয়োদশ লিপি থেকে জানা যায় যে, কলিঙ্গ যুদ্ধে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ও তাদের অপরিসীম কষ্ট লক্ষ্য করে অশোক দ্বদুঃখ ও অনুশোচনায় দগ্ধ হন। এরপর তিনি যুদ্ধ নীতি চিরতরে ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি এরপর থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করতে থাকেন। অশোকের এই যুদ্ধ নীতি ত্যাগ করে ধর্ম বিজয় নীতি গ্রহণ করাকে বলা হয় ভেরীঘোষকে ধম্মঘোষে পরিণত করা।

উপসংহারঃ-

- অশোকের এই ‘ধম্মনীতি’র সূত্রগুলো পরীক্ষা করে পন্ডিতেরা এটা প্রকৃত ধর্ম কিনা তা নিয়ে মহা বিতর্ক করেছেন।
- রিস ডেভিসের মতে অশকের ধম্ম প্রকৃত পক্ষে কোন ধর্মমত ছিল না।
- ভান্ডারকারের মতে অশোকের ধম্ম ছিল লৌকিক বৌদ্ধধর্ম।
- ডি ডি কোশাম্বি মতে অশোরে ধম্ম ছিল বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংহতি রক্ষা করার ধর্ম।